খসড়া: ১৬.১২.২০১৭

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ত্রাণ কার্যক্রমে এনজিওদের সংবাদ সম্মেলনের জন্য অবস্থানপত্র

এনজিও ব্যুরোর বিধিসম্মত কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দিন

রোহিঙ্গা ত্রাণ প্রকল্প অনুমোদনে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছার বিরোধাত্মক

১. বিগত আগস্ট থেকে রোগিঙ্গা শরণার্থীরা যখন কক্সবাজারে আসা শুরু করে তখন বাংলাদেশে অবস্থানরত দেশি বিদেশি এনজিওরা এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরোর জরুরী প্রকল্প (২-৩ মাস মেয়াদি সর্বোচ্চ) হিসেবে অনুমোদন নিয়ে কাজ করে আসছেন। স্থানীয়ভাবে জেলা প্রশাসক এবং রিলিফ কমিশনারের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করে কাজ করে আসছেন । এনজিও ব্যুরোর কর্মকর্তারা অকুস্থলে পরিদর্শন ও অবস্থান করে এই কাজে সহযোগিতা করে আসছেন ।

২. কিন্তু নভেম্বরের ২য় সপ্তাহে এসে রিভিশন বা পর্যালোচনা করে প্রকল্প অনুমোদন প্রস্তাবনা এবং নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা (যা FD7 নামে পরিচিত) তার অনুমোদন শ্লথ হয়ে যায়। এনজিও ব্যুরো আগের মতো বিধি অনুসারে কোন ধরণের অনুমোদন প্রদান থেকে বিরত থাকে। বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, সরকারের নির্দেশনা অনুসারে এখন থেকে সকল রোহিঙ্গা ত্রাণ সম্পর্কিত প্রকল্প প্রস্তাবনা দেশীয় এনজিও হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন নিরাপত্তা শাখার পূর্ব অনাপত্তি নিতে হবে। এবং তা যদি বিদেশী এনজিও হয় তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুটো থেকেই অনাপত্তি নিতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে এনজিও সহকর্মীদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ থেকে অদ্যাবদি ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহ অতিবাহিত হতে চললো, এখনো কোন এনজিও ফাইলের পেছনে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন প্রকল্পের অনাপত্তি সংগ্রহ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশীয় ও স্থানীয় এনজিওরা যাদের ঢাকায় কোন অফিস বা কর্তাব্যক্তি নেই, অথবা কর্তাব্যক্তি থাকলেও যাদের এমন সময় নেই যে ক্রমাগতভাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা পুলিশ বিভাগে গিয়ে অনাপত্তি সংগ্রহে চেষ্টা তদবির করবে।

৩. এমতাবস্থায় যে পরিস্থিতিসমূহ পরিলক্ষিত করা যাচ্ছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ:

(ক) রিভিশন প্রকল্পসমূহ বা এক মাসের বা তিন মাসের প্রকল্পসমূহ ডিসেম্বরের বাকি কয়দিনের মধ্যে অনুমোদন করা না গেলে ত্রাণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার সাথে জড়িত প্রায় ৩/৪ হাজার স্থানীয় কর্মীকে বেতন দেওয়া যাবে না।

(খ) রিভিশন বা এক্সটেনশন প্রকল্পসমূহে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আধা (quasi) সম্মতি ও পরামর্শে চলছে, কিন্তু তার জন্য এনজিওদের অন্য তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। এবং এর সাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মতো এবং জরুরী শীতবস্ত্র বিতরণের মতো জরুরী কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। আমরা সবাই অবগত আছি যে, শরণার্থী শিবিরে ইতিমধ্যে ডিপথেরিয়া মহামারীর আশংকার মধ্যে রয়েছে। শীতের প্রকোপ ও বাড়ছে, এখানে প্রচুর শীতবস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে।

(গ) যে সব এনজিও দাতাসংস্থার Letter of Intent এর ভিত্তিতে নতুন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য দাখিল করেছে তাদের FD7 অনুমোদনের জন্য দীর্ঘসূত্রতার কারণে দাতাসংস্থা বা INGOগুলো মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেশে সেই অর্থ বরাদ্দের কথা বলছে।

(ঘ) এ ধরণের অনিশ্চয়তামূলক পরিস্থিতির কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ পুরো জাতির এই বিষয়ে সদিচ্ছা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিবিধ প্রশ্ন উঠতে পারে।

(ঙ) সর্বোপরি Blance of Payment এর ক্ষেত্রে দেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা হারাতে বসেছে। উল্লেখ্য যে, এ ধরণের পরিস্থিতিতে যেখানে দাতাসংস্থাগুলো পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকেই টাকা Release করতো, সেক্ষেত্রে বর্তমানে তারা বলছে যে, এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন পত্র না পেলে তারা অর্থ Release করবে না এবং অনির্দিস্ট সময় অপেক্ষা না করে তারা Letter of Intent বাতিল করবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে Letter of Intent বাতিল করা শুরু করেছে।

৪. আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, রোহিঙ্গা শিবিরে জঙ্গিবাদী কোন তৎপরতা যাতে উৎসাহিত বা প্ররোচিত না হয়, সেজন্যই সরকার এনজিও প্রকল্পসমূহের জন্য পূর্ব অনাপত্তির অবতারণা করেছে। আমরা এর প্রয়োজনীয়তা দেখছিনা। নিম্নে কারণসমুহ ব্যাখা করা হলোঃ

(ক) এপর্যন্ত এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধিত এনজিওর এধরণের কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হবার প্রমান পাওয়া যায় নাই। উল্লেখ্য যে এনজিওগুলোর ব্যুরোতে নিবন্ধন এবং রিনিউয়ের সময় মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বিশেষ এজেন্সির তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে থাকে।

(খ) ২০১৬ সনের ৪৩ নং আইন The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 এবং Foreign Contribution (Regulation Ordinance, 1982 রহিত ক্রমে উত্থাপনের বিধানাবলী নিরশনের নামে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জিত প্রণীত আইনের (বাংলাদেশ গেজেট অক্টোবর ১৩, ২০১৬) ১০ এর (৫) ধারা অনুযায়ী ব্যুরোর পক্ষে জেলাপ্রশাসন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার তদন্ত ও তদারকি করে থাকেন। এবং সে অনুসারে প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। এক্ষেত্রে নতুন এই নিয়ম উক্ত ধারার সাথে বিরোধাত্মক এবং অপ্রয়োজনীয়। এছাড়াও উক্ত আইনের ১৪ ও ১৫ ধারায় এ ধরণের শাস্তির যথাযথ বিধানও রয়েছে। এনজিওসমূহ এই নিয়মগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালন করে আসছে।

৫. বর্তমানে ঘোষিত স্বরাস্ট্র ও পররাস্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অনাপত্তি উপরোক্ত আইনের ধারা নং ৬ এর বিরোধাত্মক যেখানে জরুরী ও দুর্যোগকালীন সময়ের প্রকল্পসমূহের জন্য ব্যুরো কর্তৃক ২৪ ঘন্টায় অনুমোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৬. উপরোক্ত অনাপত্তির ব্যবস্থা একইভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ১২.০৪.২০১২ (বাংলাদেশ গেজেট নভেম্বর ২৪, ২০১৬) এর পরিপত্রেরও বিরোধাত্মক যেখানে স্পস্টভাবে ২ এর 'ক' ধারায় বলা হয়েছে যে, এনজিও ব্যুরোর দায়িত্ব হচ্ছে এক ধরণের (One Stop Service) এনজিও নিবন্ধন ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭. যেখানে প্রাণ বাঁচানোর মতো বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্রমবর্ধনশীল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে, সেখানে এনজিও ব্যুরোর কিছু কিছু কর্মকাণ্ড প্রকল্প অনুমোদনকে জটিলও করেছে বৈকি। যেমন,

(ক) এনজিও ব্যুরো অনেককিছুর দাম সংশোধন করতে বলেছেন, যা বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না (যেমন, অডিট ফি)

(খ) এনজিও ব্যুরোর প্রকল্প সংশোধনে দৃশ্যমান বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষা, নারী, শিশু ও কিশোরীদের সুরক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে নিরুৎসাহিত করার প্রচেষ্টা ছিল।

(গ) এনজিও ব্যুরো ও সরকারকে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, (ক) এনজিওদের ব্যবস্থাপনার মান একইরকম নয় সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার খরচ একই রকম হতে পারে না। (খ) এনজিওরা সাধারণত গতানুগতিক কাজের জন্য নয়, এরা নিত্যনতুন উদ্ভাবন ও পরীক্ষা করার জন্যও বটে। সর্বোপরি যেহেতু মাঠ পর্যায় থেকে বাস্তবায়নের প্রত্যায়ন পত্র নিতে হয় এবং এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত অডিটর দ্বারা অডিট করতে হয় এক্ষেত্রে এনজিওগুলোকে যথাসাধ্য ও উদারতার সাথে কাজ করার সুযোগ দেয়া উচিত। বাজেট কমিয়ে বা তা পূর্বে নিয়ন্ত্রণ করার চাইতে কাজের আউটপুট ও Impact দেখে কাজের ও বাজেটের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৮. এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমাদের জরুরী আবেদনসমূহ নিম্নরূপ,

(ক) এনজিও ব্যুরোর বিধিসম্মত কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেয়া হোক অনতিবিলম্বে। এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ গেজেট অক্টোবর ১৩, ২০১৬ অনুযায়ী ২০১৬ সালের ৪৩ নং ধারা আইন এবং নভেম্বর ২৪, ২০১৬ বাংলাদেশ গেজেট অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করা হোক।

(খ) সকল এফডি-৭ রিভিশন এবং নতুন প্রকল্প জরুরীভাবে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে অনুমোদনের বিধিসম্মত সুযোগ প্রদান করা হোক। এক্ষেত্রে গত সপ্তাহের শেষের দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আইএনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা হয়েছে, যেখানে এই বিষয়ে কিছু সম্মত হওয়া গেছে। আমরা ঐ সভার সম্মত সিদ্ধান্তগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করছি।

(গ) তবে যতদুর জানা গেছে, উক্ত সভায় একটা সিদ্ধান্তের সাথে আমরা দ্বিমত পোষন করি। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ISCG (Inter Sectoral Coordination Group) যে সব NGO দের নামের তালিকা পাঠাবে, তাদের প্রস্তাবনাগুলো ছাড় করা হবে। উল্লেখ্য যে ISCG মূলত IOM এর নেতৃত্বে অন্যান্য INGO তথা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিদেশী এক্সপার্ট দ্বারা পরিচালিত, যার ভাষা মাধ্যম মূলত ইংরেজি । যে কারণে অনেক স্থানীয় ও দেশীয় NGO তারা সেখানে যায় না। যেহেতু জেলা প্রশাসকের দপ্তরেই সকল NGO গুলোকে আইনগতভাবে দায়বদ্ধতার প্রতিবেদন দাখিল করতে হয়, এবং মাসিক সভায় জবাবদিহি করতে হয়, সেক্ষেত্রে ISCG তালিকা বাদ দিয়ে, রোহিঙ্গা শরাণার্থীদের নিয়ে কোন এনজিওরা কাজ করে আসছে, সেব্যাপারে জেলা প্রশাসক/রিলিফ কমিশনারের তালিকাকেই গুরত্ব দেওয়া উচিত। উল্লেখ্য যে, ISCG তে অনেক INGO অংশগ্রহন করে যারা এখনও নিবন্ধন পায়নি কিংবা কোন প্রকল্পও শুরু করেনি।

(ঘ) প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় যেই বাড়তি সময়ক্ষেপন হয়েছে, সেই বাড়তি সময়ক্ষেপন ধরে দিতে হবে, যাতে হিসাব ও অন্যান্য জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

(ঙ) রোহিঙ্গা শরণার্থী ত্রাণ কার্যক্রমে ৩মাসের পরিবর্তে ১ বছরের জরুরী প্রকল্প প্রস্তাবনার সুযোগ দেওয়া হোক। যাতে এনজিওদের প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী, letter of intent যোগাড়ে বাড়তি শ্রম ও অনিশ্চয়তা তৈরী না হয়।

(চ) গত ৭/৮ সপ্তাহ ধরে এনজিও ব্যুরোর দপ্তরে কোন মহাপরিচালক নাই। আমরা অবিলম্বে এখানে একজন পুরোদস্তর মহাপরিচালক নিয়োগের সুপারিশ করছি।

৯. আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যে দেশ ১৬০ মিলিয়ন লোককে খাওয়াতে পারে, সে দেশ ও জাতি প্রয়োজনে ১ মিলিয়ন লোককে খাওয়াতে পারবে। যে কারণে সারাবিশ্ব বাংলাদেশের এই মানবিক সহায়তার প্রশংসা করছে। এই সময় এ ধরনের সংকট তৈরী কারো জন্য কাম্য হতে পারে না। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিবেচনা প্রত্যাশা করছি।

কক্সবাজার সিএসও এনজিও ফোরাম (www.cxb-cso-ngo.org)

যোগাযোগ: আবু মোর্শেদ চৌধুরী, কো-চেয়ার, +৮৮০১৮১১৬২৪৬১০; রেজাউল করিম চৌধুরী, কো-চেয়ার, +৮৮০১৭১১৫২৯৭৯২; মো: আরিফুর রহমান, কো-চেয়ার, +৮৮০১৭১১৮২৫০৬৮

সচিবালয়: কোস্ট ট্রাস্ট। বাড়ি-১৩ (২য় তলা), মেট্রো মেলোডি, রোড-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮১৫০০৮২, ৯১২০৩৫৮, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৫৮১৫২৫৫৫। ই-মেইল: www.coastbd.net